ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার স্থাপনে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ছাগল নির্বাচন কৌশল

ভূমিকা

লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের খামার স্থাপনে উন্নত গুণাগুণ সম্পন্ন ছাগী ও পাঁঠা সংগ্রহ একটি মূল দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন বয়সী উন্নত কৌলিক গুণাবলি সম্পন্ন ছাগী ও পাঁঠা নির্বাচনের জন্য প্রযুক্তিগত তথ্যাদি সরবরাহ অত্যাবশ্যক। সে উদ্দেশ্যেই গবেষণালব্ধ তথ্যাদির ভিত্তিতে আলোচ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

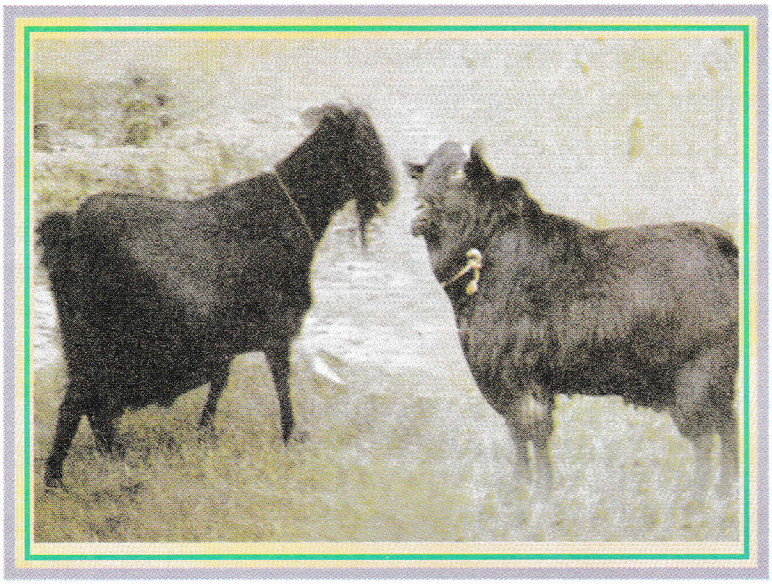

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য/সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বাংলাদেশে বর্তমানে বাণিজ্যিক ছাগল প্রজনন খামার না থাকায় মাঠপর্যায় থেকে ছাগল সংগ্রহ করতে হবে। মাঠপর্যায়ে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতায় ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ভিন্নতা বংশ অথবা/এবং পরিবেশগত কারণ বা স্বতন্ত্র উৎপাদন দক্ষতার জন্য হতে পারে। সে প্রেক্ষাপটে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার প্রতিষ্ঠার জন্য বংশ বিবরণ এবং নিজস্ব উৎপাদন/পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে বাছাই প্রক্রিয়া বিবেচনায় রেখে ছাগল নির্বাচন করা যেতে পারে।

বংশগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বাছাই

মাঠপর্যায়ে বংশ বিবরণ পাওয়া দুরূহ। কারণ খামারিরা ছাগলের বংশ বিবরণ লিখিত আকারে সংরক্ষণ করেন না। তবে তাদের সাথে আলোচনা করে একটি ছাগী বা পাঁঠার বংশের উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন দক্ষতা সম্বন্ধে ধারণা নেয়া যেতে পারে। ছাগীর মা/দাদি/নানির প্রতিবারে বাচ্চার সংখ্যা, দৈনিক দুধ উৎপাদন, বয়:প্রাপ্তির বয়স, বাচ্চার জন্মের ওজন ইত্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব।

পাঁঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাঁঠার মা/দাদি/নানির তথ্যাবলির ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। একটি উন্নত ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী/পাঁঠার বংশীয় গুণাগুণ নিম্নরূপ হওয়া প্রয়োজন–

সারণি ১ ঃ ছাগী/পাঁঠার বংশীয় উৎপাদন/ পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি

প্রাণীর প্রকার	উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন গুণাগুণ	
ছাগী/পাঁঠা (মা দাদী এবং নানীর বৈশিষ্ট্য বিবেচনায়)	ন্যূনতম বাচ্চা উৎপাদন	ঃ ৪ টি প্রতিবছর
	ন্যূনতম দৈনিক দুধ উৎপাদন	ঃ ১০০০ মি:লি:
	ন্যূনতম প্রতিটি বাচ্চার জন্ম ওজন	ঃ ১ কেজি
	বয়:প্রাপ্তি কাল	ঃ ৪.৫ - ৫ মাস

নিজস্ব উৎপাদন/পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে বাছাই

এ ক্ষেত্রে দুইটি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। ছাগী ও পাঁঠার উৎপাদন এবং পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি এবং এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি (Phenotypic characteristics)। পাঁঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে উৎপাদন এবং পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি তার মা/দাদি/নানির গুণাগুণের উপর নির্ভর করবে। তবে পাঁঠার দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলির বিবেচনায় নির্বাচন করা যেতে পারে। ছাগী নির্বাচনে উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ হবে।

ছাগীর নিজস্ব উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে নির্বাচন

এ ক্ষেত্রে ছাগীর নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

সারণি ২ ঃ ছাগীর উৎপাদন/ পুন:উৎপাদন বৈশিষ্ট্যাবলি

উৎপাদন ও পুন:উৎপাদন গুণাগুণ	
ঘন ঘন বাচ্চা দেয়ার ক্ষমতা	ঃ বছরে ২ বার এবং প্রতিবার কমপক্ষে ২টি বাচ্চা
ন্যূনতম দৈনিক দুধ উৎপাদন	ঃ ১০০০ মি:লি:
প্রতিটি বাচ্চার জন্ম ওজন	ঃ কমপক্ষে ১ কেজি
বয়:প্রাপ্তির বয়স	ঃ ৪.৫ - ৫ মাস
বয়:প্রাপ্তির ওজন	ঃ ১০ কেজি
দুগ্ধ প্রদানকাল	ঃ ৩ মাস

২.২ দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলির ভিত্তিতে ছাগী (১ ও ২ নং সারণিতে উল্লেখিত গুণাবলিসম্পন্ন জাতের ছাগী) এবং পাঁঠা (১ নং সারণিতে উল্লেখিত গুণাবলিসম্পন্ন জাতের পাঁঠা) নির্বাচন ঃ

২.২.১ ছাগী নির্বাচন

লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ১ ও ২ সারণিতে উল্লেখিত জাতের ছাগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈহিক যে সমস্ত গুণাবলি বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন তা নিম্নরূপ। বিভিন্ন বয়সে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য হয়। সে কারণে একটি ছাগীর ৬-১২ মাস, ১২-২৪ মাস এবং ২৪ মাসের উর্ধ্বে বয়সের দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি ভিন্নভাবে তুলে ধরা হলো-

সারণি ৩ : ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগী নির্বাচনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলি

বৈশিষ্ট্যাবলি	৬-১২ মাস (গড় এবং ব্যবধান)	১২-২৪ মাস (গড় এবং ব্যবধান)	২৪ মাসের উর্ধ্বে (গড় এবং ব্যবধান)
মাথার দৈর্ঘ্য (সে.মি)	১৪(১৩-১৪)	১৬ (১৫-১৬)	১৭ (১৬-১৭)
মাথার প্রস্থ (সে.মি)	৯ (৮-৯)	১০ (৯-১১)	১১ (১১-১২)
দেহের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৪২ (৪১-৪৫)	৫০ (৪৭-৫২)	৫৫ (৫২-৫৬)
দেহের ওজন (কেজি)	১১ (১০-১২)	১৭ (১৪-২০)	২৫ (২০-২৬)
পিঠের উচ্চতা (সে.মি)	৪৪ (৪৩-৪৬)	৫০ (৪৮-৫২)	৫৩ (৫২-৫৪)
কানের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	১১ (১০-১২)	১২ (১১-১২)	১২ (১১-১২)
কাণের প্রস্থ (সে.মি)	৫ (৫-৬)	৬ (৫-৬)	৬ (৬-৭)
সামনের পায়ের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৩২ (৩০-৩৩)	৩৫ (৩৩-৩৮)	৩৮ (৩৮-৩৯)
পিছনের পায়ের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৩৮ (৩৫-৪০)	৪২ (৪০-৪৪)	৪৪ (৪৪-৪৫)
ওলানের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৮ (৬-৯)	১২ (১০-১২)	১৪ (১৩-১৫)
ওলানের কেন্দ্রীয়াংশের ব্যাস (সে.মি)	৬ (৫-৭)	৮ (৭-৮)	৮ (৮-৯)
বাঁটের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৩ (২-৩)	৪ (৩-৫)	৪ (৫-৬)
বাঁটের বেড় (সে.মি)	৪ (৩-৪)	৫ (৪-৫)	৬ (৬-৭)

উক্ত সারণি মতে উন্নত গুণাগুণ সম্বলিত একটি ছাগীর-

১. মাথা ঃ চওড়া ও ছোট হবে,

২. দৈহিক গঠন ঃ শরীর কৌণিক এবং অপ্রয়োজনীয় পেশিমুক্ত হবে,

৩. বুক ও পেট ঃ বুকের ও পেটের বেড় গভীর হবে,

৪. পাঁজরের হাড় ঃ পাঁজরের হাড় চওড়া এবং দুইটি হাড়ের মাঝখানে কমপক্ষে এক আঙ্গুল ফাঁকা জায়গা থাকবে,

৫. ওলান ঃ ওলানের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকবে। বাঁটগুলো হবে আঙ্গুলের মতো একই আকারের এবং সমান্তরালভাবে সাজানো। দুধের শিরা উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যাবে,

বাহ্যিক অবয়ব ঃ আকর্ষণীয় চেহারা, ছাগী সুলভ আকৃতি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও নিখুঁত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

২.২.২ পাঁঠা নির্বাচন

লাভজনক ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল খামার প্রতিষ্ঠার জন্য ১ নং সারণিতে উল্লেখিত জাতের পাঁঠা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈহিক যে সমস্ত গুণাবলী বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন তা নিম্নরূপ। বিভিন্ন বয়সে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য হয়। সে কারণে একটি পাঁঠার ৬-১২ মাস, ১২-২৪ মাস এবং ২৪ মাসের উর্ধ্বে বয়সের দৈহিক বৈশিষ্ট্যাবলি ভিন্নভাবে তুলে ধরা হলো-

সারণি ৪: ব্ল্যাক বেঙ্গল পাঁঠা নির্বাচনের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যাবলি

বৈশিষ্ট্যাবলি	৬-১২ মাস (গড় এবং ব্যবধান)	১২-২৪ মাস (গড় এবং ব্যবধান)	২৪ মাসের উর্ধ্বে (গড় এবং ব্যবধান)
মাথার দৈর্ঘ্য (সে.মি)	১৫ (১৪-১৬)	১৬ (১৬-১৭)	১৭ (১৭-১৮)
মাথার প্রস্থ (সে.মি)	৯ (৯-১০)	১১ (১০-১১)	১২ (১১-১২)
দেহের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৪৫ (৪৩-৪৮)	৫১ (৪৮-৫৪)	৬১ (৫৫-৬১)
দেহের ওজন (কেজি)	১৩ (১১-১৬)	২০ (১৭-২৩)	৩০ (২৯-৩০)
পিঠের উচ্চতা (সে.মি)	৪৮ (৪৬-৫০)	৫৫ (৫০-৫৬)	৬০ (৫৭-৫৯)
কাণের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	১১ (১০-১১)	১১ (১১-১২)	১১ (১১-১২)
কাণের প্রস্থ (সে.মি)	৫ (৫-৬)	৬ (৫-৬)	৬ (৫-৬)
সামনের পায়ের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৩৩ (৩১-৩৪)	৩৭ (৩৫-৩৮)	৩৮ (৩৮-৩৯)
পিছনের পায়ের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৪০ (৩৮-৪৩)	৪৬ (৪৪-৪৮)	৪৯ (৪৮-৪৯)
অন্ডকোষের দৈর্ঘ্য (সে.মি)	৯ (৮-৯)	৯ (৯-১০)	১০ (১০-১১)
অন্ডকোষের কেন্দ্রীয়াংশের ব্যাস (সে.মি)	৭ (৬-৮)	৭ (৬-৮)	৭ (৬-৮)

উক্ত সারণি মতে উন্নত গুণাগুণ সম্বলিত একটি পাঁঠার-

১. চোখ ঃ পরিষ্কার, বড় ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন হবে,

২. ঘাড় ঃ খাটো ও মোটা থাকবে,

৩. বুক ঃ গভীর ও প্রশস্ত হবে,

৪. পিঠ ঃ প্রশস্ত হবে,

৫. লয়েন ঃ প্রশস্ত ও পুরু এবং রাম্প এর উপরিভাগ সমতল ও লম্বা থাকবে,

৬. পা ঃ সোজা, খাটো এবং মোটা হবে। বিশেষ করে পেছনের পাদ্বয় সুঠাম ও শক্তিশালী হবে এবং একটি হতে অন্যটি বেশ পৃথক থাকবে,

৭. অন্ডকোষ ঃ শরীরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ঝুলানো থাকবে,

৮. বয়স ঃ অধিক বয়স্ক (২ বছর বয়সের বেশি) পাঁঠা নির্বাচন করা যাবে না।

আয়-ব্যয়

প্রযুক্তিটি ব্যবহারের ফলে ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, রোগব্যাধি এবং মৃত্যুহার কমে যাবে, উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে। ফলে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে।

ব্যবহারের সম্ভাবনা

সব ঋতুতে এবং সমগ্র বাংলাদেশে ব্যবহার উপযোগী।

প্রযুক্তি ব্যবহারের সতর্কতা/ বিশেষ পরামর্শ

শুধুমাত্র উপরোল্লেখিত বৈশিষ্ট্যাবলির ওপর ভিত্তি করে ছাগী এবং পাঁঠা নির্বাচন করলে একটি খামার লাভবান হবে না। বরং উন্নত ছাগল নির্বাচনসহ খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং সর্বোপরি সুষ্ঠু খামার ব্যবস্থাপনা করা হলে লাভজনক খামার প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

প্রযুক্তির উদ্ভাবক ঃ মোঃ আবদুল জলিল, ড. শরীফ আহম্মদ চৌধুরী,
মোঃ গউজ মিয়া, ড. আজহারুল ইসলাম তালুকদার ও সালমা আক্তার